যুগান্তর

তারিখ 21 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিদায়ের পর ৩ শীর্ষ কর্মকর্তার বিশেষ সুবিধা থাকছে না

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষের ৬ মাস স্থি বাসস্থান, টেলিফোন, মোবাইল, অর্ডারলি, গাড়ি, ড্রাইভারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জানা গেছে, ভিসিসহ শীর্ষ তিন কর্তার পদে ২০০২ সাল থেকে যাঁরাই আসীন ছিলেন বিদায় নেয়ার পরও ৬ মাস ধরে তারা উল্লিখিত সুবিধাদি নিতেন। এই অদ্ভুত নিয়ম তৎকালীন প্রশাসন করেছিল। সূত্র জানায়, বলতে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা নিজেদের অনিয়ম-দুর্নীতি ঢাকার জন্য তৎকালীন শীর্ষ তিন কর্মকর্তার আন্ডারে ওই সুবিধা প্রদানের নিয়ম তৈরি করেছিলেন। গত একদশক ধরে বিদায়ীরা এসব সুবিধা নিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ যুগান্তরকে বলেন, দায়িত্ব পালনশেষে শীর্ষ কর্মকর্তারা সুবিধা নিতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম দায়িত্ব পালন না করে এভাবে লাখ লাখ টাকা নেয়া কোনো নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিয়মটি বহাল থাকলে তিনিও সুবিধা নিতে পারতেন। কিন্তু অনৈতিক ও অপচয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার ব্যাপারে একজন নাগরিকের দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের বিদায়ের পরও অর্থ ও সুবিধা নেয়ার বিষয়ে যুগান্তরে সম্প্রতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। জানা গেছে, সিন্ডিকেট সভাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। সভায় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ সালের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয়েছে।